**জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ ও পুষ্টি সপ্তাহ উদ্বোধন এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সংগৃহীত সরকারি অ্যাম্বুলেন্স ও জীপ গাড়ী বিতরণ অনুষ্ঠান**

**ভাষণ**

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

**শেখ হাসিনা**

**বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, মঙ্গলবার, ০৩ বৈশাখ ১৪২৬, ১৬ এপ্রিল ২০১৯**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

**সম্মানিত সভাপতি,**

**সহকর্মীবৃন্দ,**

**বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ,**

**বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ,**

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

**জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ ও জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদ্বোধন এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সংগৃহীত সরকারি অ্যাম্বুলেন্স ও জীপ গাড়ী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।**

**গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রমহারা দু'লাখ মা-বোনকে। স্মরণ করছি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ পচাঁত্তরের ১৫ই আগস্টে নিহত সকল শহিদকে।**

**উপস্থিত সুধিমন্ডলী,**

**বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের জন্য ৫টি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে অঙ্গীকার করা হয়েছে। এর মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসা অন্যতম। স্বাধীনতার পর পরই জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় দেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি নগরকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য সেবাকে মানুষের কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্য অবকাঠামোকে সম্প্রসারণ করেছিলেন।**

**আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী গত ১০ বছরে আমরা স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। বহু কর্মসূচি ও প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ সময় প্রণয়ন করা হয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১, বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২; জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫; এবং জাতীয় ঔষধ নীতি ২০১৬।**

**ভিশন ২০২১ ও ভিশন ২০৪১ এর মাধ্যমে আমরা দেশকে এমন এক জায়গায় নিতে চাই, যেখানে মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সকল নাগরিক উন্নত জীবন উপভোগ করতে পারবেন।**

**স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের জন্য আমরা সকলের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা নিশ্চিত করা, সকল বিভাগীয় শহরে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, আয়ুর্বেদিক, ইউনানী, দেশজ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উন্নয়ন এবং গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।**

**আমরা স্বাস্থ্য খাতে ইতোমধ্যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছি। স্বাস্থ্য খাতের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ২০১০ সালে অর্জন করেছে এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, ২০১৩ সালে সাউথ অ্যাওয়ার্ড এবং ২০০৯ ও ২০১৩ সালে গ্যাভি অ্যাওয়ার্ডের মত আন্তর্জাতিক পুরস্কার। এটি সম্ভব হয়েছে স্বাস্থ্য খাতকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে। এছাড়াও অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা নিরসনে অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন**, **আমার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন ‘WHO Excellence Award’ অর্জন করেছেন।**

সুধিবৃন্দ,

**বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব মতে ২০০৯ সালে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৬৬.৮ বছর, যা ২০১৬ সালে ৭২ বছর অতিক্রম করেছে। মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজার জীবিত জনে ৩.৪৮ থেকে ১.৭২ এবং শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪১ থেকে ২৪ জনে হ্রাস পেয়েছে।**

**অটিস্টিক শিশুদের সুরক্ষায় সরকার বদ্ধপরিকর এবং এ উদ্দেশ্যে ২২টি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও অটিস্টিক শিশুদের মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে বিশেষায়িত বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি বীমা’ এবং ৫৩টি জেলায় ‘মাতৃ ভাউচার’ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।**

**বর্তমান সরকারের আরেকটি অভূতপূর্ব সাফল্য হ’ল তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা। জনগণকে সম্পৃক্ত করে এ ধরনের কর্মসূচি বিশ্বের খুব কম দেশেই রয়েছে।**

**১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা এ কর্মসূচি গ্রহণ করে বাস্তবায়ন শুরু করেছিলাম। কিন্তু বিএনপি-জামাত সরকার তা বন্ধ করে দেয়। ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে এসে আমরা আবার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছি। এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ৭৬৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। এসব ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসাসহ মা ও শিশুদের সেবা দেওয়া হয়। বেশ কিছু ক্লিনিকে ডেলিভারীর ব্যবস্থাসহ সকল কমিউনিটি ক্লিনিকে মায়েদের গর্ভকালীন সেবা দেওয়া হচ্ছে। বিনামূল্যে ৩০ প্রকার ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ইতোমধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকে মিডওয়াইফ পদায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।**

**কল সেন্টার ‘‌স্বাস্থ্য বাতায়ন’ এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা চালু করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তা আরও উন্নত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা খাতে আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে ৬০টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা হয়েছে।**

**জাতির পিতা পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের বিষয়টিকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং ১৯৭৫ সালের ২৩-এ এপ্রিল তিনি বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গঠনের আদেশে স্বাক্ষর করেন।**

**টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে আমরা দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) প্রণয়ন করেছি। একটি সুস্থ, সবল ও মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টিজ্ঞান জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে।**

**সুধিমন্ডলী,**

**নানা কারণে আমাদের দেশে হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, কিডনী রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব রোগ নিরাময়ের চাইতে প্রতিরোধ করা সহজ। প্রতিরোধ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। চিকিৎসা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য কর্মীদের এসব বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।**

**স্বাস্থ্য শিক্ষা-গবেষণায় নিয়োজিত চিকিৎসকদের গবেষণার উপর আরও জোর দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।**

**গত ২৭-এ জানুয়ারি আমি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করি এবং সেখানে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের জন্য কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করি। ডাক্তার নার্সসহ সকল শ্রেণির স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছিলাম।**

**চিকিৎসকদের মফস্বলের হাসপাতালগুলোতে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। একইসঙ্গে আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিচ্ছি মফস্বলে চিকিৎসকদের আবাসন এবং অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করতে। বিশেষ করে নারী চিকিৎসকদের যাতে কোন ধরনের নিরাপত্তাজনিত অসুবিধা না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।**

**আমরা গত ১০ বছরে প্রায় ১৮,৬৬৫ চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছি। আরও ৫ হাজার চিকিৎসক নিয়োগের অপেক্ষায় রয়েছে। সাড়ে ১৪ হাজার নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে ৪০ হাজার কর্মী নিয়োগ পেয়েছেন।**

**অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য ‘স্বাস্থ্য কার্ড’ প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ যাতে অফিস সময়ের পরে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারেন সে লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ প্রক্রিয়া বেশ ভালো ফল দিচ্ছে।**

**চিকিৎসাবিদ্যায় নতুন স্নাতকদের ইন্টার্নশীপ এক বছরের স্থলে দুই বছর করা হবে। এর মধ্যে দ্বিতীয় বছর ইন্টার্নী চিকিৎসকগণ উপজেলা পর্যায়ে জনগণকে সেবা প্রদান করবেন। এ লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**

**সুধী,**

**সুস্থ মানুষ, উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি অনস্বীকার্য। আমার প্রত্যাশা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা স্বাস্থ্য খাতে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্য অর্জন করব। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং ২১০০ সালের মধ্যে নিরাপদ ব-দ্বীপ গঠনের মাধ্যমে জাতির পিতার আজীবন লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হব।**

**আমি ১৬-২০ এপ্রিল ২০১৯ জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ এবং ২৩-২৯ এপ্রিল ২০১৯ জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করে এ দু’টি অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।**

**খোদা হাফেজ।**

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।**

**...**